তারিখ ... 19 APR 2017
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2

প্রথম আলো

সালিসে বাল্যবিবাহের রায় মাতবরদের!

এবার নান্দাইলে বাল্যবিবাহ ঠেকাল মেয়ে ফুটবলাররা

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ●

অষ্টমী স্নান উপলক্ষে আয়োজিত মেলা থেকে ফেরার পথে প্রতিবেশীর মেয়েকে সাঁকো পার হতে সাহায্য করেছিল ছেলেটি। এ ঘটনাতেই রং চড়িয়ে মেয়ের সম্মান নষ্টের অভিযোগ তোলা হয় ছেলেটির বিরুদ্ধে। ফলাফল যা হওয়ার তাই। মাতবরদের উৎসাহে গত শনিবার বসেছিল সালিস। তাতেই রায় দেওয়া হয়, বয়স না হলেও ছেলেমেয়ে দুটিকে বিয়ে দিতে হবে। বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে আগামী শুক্রবার।

এ ঘটনা ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার। একই উপজেলায় 'ঘাসফুল'-এর অনুকরণে নান্দাইল পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত ফুটবল দলের সদস্যরা তাদের এক সতীর্থের বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে দিয়েছে। একই স্কুলের সাত ছাত্রীর সংগঠন 'ঘাসফুল' একে একে তিনটি বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে ইতিমধ্যে দেশজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

প্রথম ঘটনায় সালিসকারীদের সিদ্ধান্ত মেয়ের পরিবার মানতে সম্মত হলেও ছেলের পরিবার তা প্রত্যাখ্যান করেছে। নান্দাইল উপজেলার এক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) কয়েকজন সদস্য ও একটি গ্রামের মাতবরদের সমন্বয়ে গঠিত কথিত একটি সালিস বোর্ডের বিরুদ্ধে এই বেআইনি সিদ্ধান্ত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আগামী শুক্রবার এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে বোর্ড। বিয়েতে দেনমোহর বাবদ দেড় লাখ টাকা ও যৌতুক বাবদ ৪০ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গ্রামটিতে গিয়ে কথা হয় দুই পরিবার, গ্রামবাসী ও সালিসকারীদের কয়েকজনের সঙ্গে। ছেলে (বর) ও তাঁর বড় ভাই জানান, এ বিয়েতে তাঁদের পরিবার রাজি নয়। গ্রামের কিছু মাতবর ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রীর সঙ্গে বিয়েটি ঠিক করেছেন। বিয়ে না করলে পরিবারের সবাইকে মামলায় আসামি করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

সালিসে বাল্যবিবাহের রায় মাতবরদের!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাঁরা আরও বলেন, তাঁরা গরিব। তাই সালিসে তাঁদের কথা কেউ শোনেননি। জন্মনিবন্ধন সনদ অনুযায়ী ছেলেটির বয়স ১৭ বছরের কম। পড়ালেখার ফাঁকে সে বড় ভাইয়ের সঙ্গে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে তৈরি পোশাক বিক্রি করে।

এদিকে মেয়েটি উপজেলার একটি মাদ্রাসায় নবম শ্রেণিতে পড়ছে। তার বাবা বলেন, ছেলেটি তাঁর বাড়িতে কখনো আসেনি। সালিসকারীদের কাছে শুনেছেন, ছেলেটি ভালো না। ছেলেটির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিলেন না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, সালিস করে মাতব্বরেরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে তিনি সম্মত হয়েছেন। মেয়ের বয়স ১৮ বছর হয়েছে এবং বয়স প্রমাণের সনদ আছে বলে দাবি করলেও তিনি তা দেখাতে পারেননি।

মেয়ের বয়সের সনদ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইউপির ওয়ার্ড সদস্য মো. আলিমুদ্দিন বলেন, মেয়ের বাবা একটি লিখিত সনদ এনে তাতে তাঁর স্বাক্ষর নিতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাক্ষর করেননি।

গ্রামের অন্তত আটজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চৈত্রের শেষ দিকে স্থানীয় একটি বাজারে আয়োজিত এক মেলা থেকে ফেরার পথে মেয়েটিকে সাঁকো পার হতে সহায়তা করেছিল ছেলেটি। এ ঘটনাকেই অন্য খাতে প্রবাহিত করে মেয়ের সম্মান নষ্টের অভিযোগ আনা হয় ছেলের বিরুদ্ধে। তারপর বসে সালিস।

মেয়ের সম্মান নষ্টের অভিযোগ অস্বীকার করে ছেলেটি বলেছে, 'এলাকার সাবেক ইউপি সদস্য মো. ফাইজুল ইসলামের বাড়ির সামনে শনিবার আয়োজিত সালিসে আমাকে ডেকে নেওয়া হয়। সেখানে আমি বলেছি, জঘন্য কাজ আমি করিনি। যদি বিশ্বাস না হয় চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখুন। তখন যা শাস্তি হয় আমাকে দেবেন। কিন্তু আমার কথা কেউ শুনতে রাজি হননি।' ছেলের মা (৫০) বলেন, 'মাতব্বরেরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আমি মানি না।'

সালিসে সিদ্ধান্ত দেওয়া ব্যক্তিদের একজন বোর্ড সদস্য মো. মুকশেদ আলী। ঘটনার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি দায় এড়িয়ে বলেন, প্রভাবশালী মাতব্বরদের চাপ উপেক্ষা করার মতো অবস্থায় ছেলের পরিবার নেই। বোর্ডের সব সদস্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন।

সাবেক ইউপি সদস্য মো. ফাইজুল ইসলামও গা বাঁচিয়ে বলেন, সালিসে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও সালিসকারীরা তাঁর কথা শোনেননি। আর বর্তমান ইউপি সদস্য মো. আলিমুদ্দিন বলেন, 'সালিসে আমার একার সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার ছিল না।' আরেক ইউপি সদস্য জামাল উদ্দিন বলেন, ওই ঘটনা ও সালিসস্থল তাঁর ওয়ার্ডে হয়নি। তবে মাতব্বরদের ডাকে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এদিকে সংশ্লিষ্ট ইউপির চেয়ারম্যান মো. রোকন উদ্দিন বলেন, সালিস করে বাল্যবিবাহের অনুমতি দেওয়া বৈধ নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্তের আইনি স্বীকৃতি নেই।

সতীর্থের বাল্যবিবাহ ঠেকাল মেয়ে ফুটবলাররা

নান্দাইল পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাত ছাত্রীর গড়া সামাজিক সংগঠন ঘাসফুলের অনুপ্রেরণায় এবার সতীর্থের বাল্যবিবাহ ঠেকাল একই স্কুলের নারী ফুটবলারদের দলটি। যার বিয়ে ঠেকিয়েছে তারা, সে-ও একই বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। গত সোমবার রাত সাড়ে নয়টায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সহায়তায় পুলিশ নিয়ে এই বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয় তারা।

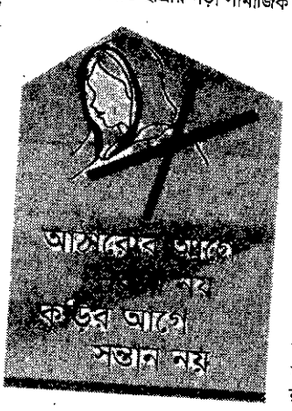

ঘটনার ব্যাপারে ওই বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির অভিভাবক সদস্য ও ফুটবল দলের প্রশিক্ষক মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, রাত আটটার দিকে ফুটবল দলের এক সদস্য তাঁকে জানায়, দলের ডিফেন্স খেলোয়াড় সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর কিছুক্ষণের মধ্যে বিয়ে হবে। এরপর তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের সহায়তা চান। পরে ফুটবল দলের পাঁচ সদস্যও এগিয়ে আসে। ঘটনাটি ইউএনও মো. হাফিজুর রহমানকে জানালে তিনি পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

নান্দাইল মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নাজিম উদ্দিন বলেন, তিনি মেয়ে ফুটবলারদের নিয়ে বিয়ের আসরে যান। গিয়ে দেখেন ছাত্রীকে কনের সাজে সাজানো হচ্ছে। পুলিশ দেখে ছাত্রীর বাবা আত্মগোপন করেন। ছাত্রীর মাকে ডেকে ১৮ বছরের আগে মেয়েকে বিয়ে দেবেন না মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামায় টিপসই নেওয়া হয়। মেয়েটির যাতে বাল্যবিবাহ না হয়, সে ব্যাপারে নজরদারি করতে একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ফুটবল দলের সদস্য সাদিয়া আক্তার, লিমা আক্তার, মদিনা খাতুন, সাবিকুন্নাহার জানায়, তাদের ২০ জনের ফুটবল দল এই বিয়ে ঠেকিয়ে সবাইকে একটি বার্তা দিল।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল খালেক বলেন, ফুটবল দলটি গতবার উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। জেলা পর্যায়ে খেলে চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে ধোবাউরা উপজেলার কলসিন্দুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সমপর্যায়ের দলের সঙ্গে খেলে রানারআপ হয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ: ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ
কম্পিউটার অপারেটর
স্বাক্ষর